

## 330617 - হাদিসের টেক্স রঙ করার মাধ্যমে শিশুদেরকে শিক্ষাদানের ছক্কুম

### প্রশ্ন

মসজিদে কুরআন শিক্ষার হালকাগুলোতে (আসরগুলোতে) আমরা বাচ্চাদের জন্য কিছু হাদিস ব্যাখ্যা করি; যেমন- “তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম এই ব্যক্তি যে নিজে কুরআন শেখে ও অন্যকে শেখায়” ও অন্য কিছু হাদিস। আমরা হাদিসের টেক্স প্রিন্ট করি। এরপর বাচ্চাদেরকে রঙ করতে বলি। এটা কি জায়ে? নাকি এতে করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিসের অসম্মান হয়?

### উত্তরের সংক্ষিপ্তসার

প্রশ্নে যে পদ্ধতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে আমাদের কাছে এতে কোন অসুবিধা প্রতীয়মান হয় না।

### প্রিয় উত্তর

মুসলিমের ওপর ফরজ হচ্ছে আল্লাহর দ্বীনকে ও দ্বীনের নিদর্শনগুলোকে সম্মান করা। আল্লাহ তাআলা বলেন: “এটাই (করণীয়), আর যারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের সম্মান করবে, নিঃসন্দেহে সেটা হবে (তাদের) অন্তরের তাকওয়ার পরিচায়ক।”[সূরা হাজ্জ, আয়াত: ৩২]

এই সম্মানের মধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্মান করা ও তাঁর সুন্নাহকে সম্মান করাও অন্তর্ভুক্ত।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন:

“যে ব্যক্তি উপাসনায় আল্লাহর এককত্বে বিশ্বাস করে এবং তাঁর বান্দা ও রাসূলের রিসালাতে বিশ্বাস করে; এরপর এই বিশ্বাসের অনুবর্তী হিসেবে যা আবশ্যিকীয় তথা সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শন করে না; যা অন্তরে থাকলেও এর প্রভাব অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ওপর ফুটে ওঠে; বরং কথা বা কাজের মাধ্যমে অবজ্ঞা, নির্বোধ জ্ঞানকরণ ও তাচ্ছিল্য ফুটে ওঠে: এমন বিশ্বাস থাকা না-থাকার মতোই। বরং এটি তার সেই বিশ্বাস নষ্ট হওয়াকে আবশ্যিককারী এবং এ বিশ্বাসের যে উপকার ও কল্যাণ সেটাকে দূরকারী। কেননা ঈমানী বিশ্বাসগুলো অন্তরগুলোকে পরিশুন্দ ও সংশোধন করে। যখন এ বিশ্বাসগুলো আত্মার পরিশুন্দ এবং সংশোধনকে আবশ্যিক করে না তখন বুঝতে হবে যে, এটি অন্তরে স্থান করে নিতে পারেনি।”[আস-সারেম আল-মাসলুল (৩/৭০০)]

আমাদের কাছে যা অগ্রগণ্য প্রতীয়মান হয় সেটা হল: হাদিসে রাসূল বাচ্চাদের জন্য ব্যাখ্যা করা, সেটাকে প্রিন্ট করা এবং বাচ্চাদেরকে মুখ্য করতে ও রঙ করতে দেয়া— এটি সুন্নাহর প্রতি সম্মান প্রদর্শনকে নাকচ করে না। কারণ উদ্দেশ্য হচ্ছে বাচ্চাদেরকে হাদিস মুখ্য করানো। এ উদ্দেশ্যকে বাচ্চাদের নিকট পছন্দনীয় এক প্রকারের বৈধ বিনোদনের মাধ্যমে সহজীকরণ করা হয়েছে। আর সেটা হচ্ছে রঙ করা ও আঁকাআঁকি করা কিংবা এ জাতীয় অন্য কোন শিক্ষা-মাধ্যম যা শরিয়তসিদ্ধ মহান উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সহায়ক।

উপরোক্ত আলোচনার আলোকে প্রশ্নে যে পদ্ধতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে আমাদের কাছে এতে কোন অসুবিধা প্রতীয়মান হয় না।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।